আদেশনং- ১০
তারিখ-১৭/০৪/২৩

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি হাজিরা।

নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

দাখিলী দরখাস্ত বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবণ করলাম। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, ১ নং প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

বাদীপক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির **আদেশ ৩৯ বিধি ১ ও ২ তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারার বিধান** মতে ১-২ নং বিবাদীগনের বিরুদ্ধে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

বাদীপক্ষের মূল বক্তব্য হলো, তফসিলোক্ত সম্পত্তির আর এস রেকর্ডী মালিক ছিল অর্বন। পরবর্তীতে তাহার পুত্র দেবেন্দ্র মালিক হয়। দেবেন্দ্র মরনে ০৪ পুত্র পরশুরাম দে, প্রভাত দে, সীতা রাম দে ও মধুরাম দে। পরশুরাম ও প্রভাত চন্দ্র দে তফসিলোক্ত সম্পত্তি মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ১২/১১/১৯৮১ খ্রিঃ তারিখে দানপত্র মুলে বাদীগণ বরাবর হস্তান্তর করে। সেই সময় থেকে বাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছেন। অপরদিকে বিবাদীদের নালিশী সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল নেই। বিবাদীগণ বাদীর ভোগদখলীয় নালিশী সম্পত্তিতে জোরপূর্বক গৃহ নির্মাণের পায়তারা করছে। উক্ত প্রেক্ষিতে তফসিল বর্নিত ভুমিতে বিবাদীগণ যাতে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করিয়া তথায় কোন গৃহ নির্মান কাজ করতে না পারে তজ্জন্যে অন্যন্যপায় হয়ে বাদীপক্ষ অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

অপর দিকে ১ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, নালিশী আর এস ২২৯৬ দাগের ৭ শতক সম্পত্তির মূল মালিক অর্বণ ছিল। পরে তার পুত্র দেবেন্দ্র মালিক হয়। দেবেন্দ্র মারা গেলে নালিশী সম্পত্তি তাহার ০৪ পুত্রের মধ্যে পারিবারিক আপোষ বন্টনে পরশুরাম দে ও প্রভাত চন্দ্র দে প্রাপ্ত হয়। উক্ত পরশুরাম দে ও প্রভাত চন্দ্র নালিশী ৭ শতক ভূমি নিয়ে ১০/১১/১৯৮০ ইং তারিখে ৭০০০/- টাকা মূল্য নির্ধারণ করিয়া ৫০০০/- টাকা অগ্রীম গ্রহনে মাহবুবুল আলম খাঁন ও তোহিদুল আলম খাঁন এর সহিত এক অরেজিষ্ট্রিকৃত বায়নানামা দলিল সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে বকেয়া ২০০০/- টাকা গ্রহন করিয়া ২৪/০৪/১৯৮৪ খ্রিঃ তারিখে ২২৪৩ নং কবলা সম্পাদন করে দেন। উক্ত মাহাবুবল আলম খাঁন গং উক্ত ৭ শতক ভুমি ২৯/০৫/২০০১ খ্রিঃ তারিখে কবলামুলে রবিউল হোসেন বরাবর বিক্রয় ও দখল হস্তান্তর করেন। রবিউল হোসেন তাহার নামে ১৩০৯ নং নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। রবিউল হোসেন উক্ত সম্পত্তি ২১/১২/২০২০ ইং তারিখে ১/২ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। তাদের নামে পৃথক নামজারি খতিয়ান

সৃজন হয়। পরবর্তীতে ২ ন বিবাদী ৭/৪/২০২২ ইং তারিখে তাহার ৩.৫০ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী বরাবর দানপত্র মূলে হস্তান্তর করেন। এভাবে ১ নং বিবাদী সম্পূর্ন ৭ শতক ভূমি খরিদা ও দানসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে তথায় ১ তলা বিশিষ্ট পাকা ঘর নির্মান পূর্বক পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। বাদীপক্ষের কথিত ১৮১৮৯ নং দানপত্র দলিল জাল ও ফেরবী এবং উক্ত দলিলমূলে বাদীগণ নালিশী দাগে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি।

বিবাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত , আপত্তি , দাখিলী কাগজাদি সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। স্বীকৃতমতে নালিশী আর এস ২২৯৬ দাগের ৭ শতক সম্পত্তির মূল মালিক অর্বণ ছিল। তাহার পরে দেবেন্দ্র এবং দেবেন্দ্রের পরে তার ০৪ পুত্র পরশুরাম দে গং মালিক হয়। বাদীপক্ষের দাবিমতে, পরশুরাম দে ও প্রভাত চন্দ্র দে ১২/১১/১৯৮১ খ্রিঃ তারিখে ১৮১৮৯ নং দানপত্র দলিল মূলে নালিশী সম্পত্তি বাদীগণ বরাবর হস্তান্তর করেন। দাখিলী উক্ত দানপত্র দলিলের ফটোকপি পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। কিন্ত বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ২৪/০৪/১৯৮৪ খ্রিঃ তারিখে ২২৪৩ নং রেজিষ্ট্রিকৃত কবলা হতে দেখা যায়, বাদীর দাবিকৃত কথিত দানপত্রের দাতাগণ ১০/১১/১৯৮০ ইং তারিখে উক্ত ৭ শতক সম্পত্তি ৭০০০/- টাকা মূল্য নির্ধারণ করিয়া ৫০০০/- টাকা অগ্রীম গ্রহনে মাহবুবুল আলম খাঁন ও তোহিদুল আলম খাঁন এর সহিত এক অরেজিষ্ট্রিকৃত বায়নানামা সম্পাদন করেন এবং পরবর্তীতে বকেয়া ২০০০/- টাকা গ্রহন করে ২৪/০৪/১৯৮৪ খ্রিঃ তারিখে ২২৪৩ নং কবলা সম্পাদন করে দেন। প্রতীয়মান হয় যে, কতিত দানপত্রের পূর্বেই তফসিলোক্ত সম্পত্তি উক্ত বায়নাপত্র মূলে হস্তান্তরিত হয়েছিল। উক্ত মাহাবুবল আলম খাঁন গং ২০০১ সনে উক্ত ৭ শতক ভূমি রবিউল হোসেন বরাবর হস্তান্তর করেন এবং রবিউল হোসনে তাহার নামে ১৩০৯ নং নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। দাখিলী দলিল ও নামজারি খতিয়ানের ফটোকপি হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষের পরবর্তীতে দাবি করে যে, রবিউল হোসেন ২১/১২/২০২০ ইং তারিখে ১/২ নং বিবাদী বরাবর উক্ত ৭ শতক ভূমি হস্তান্তর করেন এবং তার নামে পৃথক নামজারি খতিয়ান সৃজন হয়। পরবর্তীতে ২ নং বিবাদী ৭/৪/২০২২ ইং তারিখে তাহার ৩.৫০ শতক ভূমি ১ নং বিবাদী বরাবর দানপত্র মূলে হস্তান্তর করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় হস্তান্তর দলিলসমূহ ও নামজার খতিয়ান হতে ইহা স্পষ্ঠ যে, নালিশী সম্পত্তি বায়নাসূত্রে পাওয়ার পর মাহাবুবুল আলম খাঁন গং হতে হস্তান্তর পরিক্রমায় ১ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। ১ নং বিবাদীর নামে নামজারি খতিয়ান নালিশী সম্পত্তিতে ১ নং বিবাদীর দখল থাকা বিষয়ে ইতিবাচক

ধারনা দেয়। অপর দিকে বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে তাদের দখল সমর্থনে এক টুকরো কাগজ ও দাখিল করতে পারেননি। সার্বিক বিবেচনায় অত্র মামলায় বাদীপক্ষ তাদের প্রাইমা ফেসী কেস প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়নি বলে আমি বিবেচনা করি। এরুপ অবস্থায় বিবাদীপক্ষ কে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা বারিত করা হলে বাদীপক্ষের তুলনায় বিবাদীপক্ষেরই ক্ষতি বেশী হবে এবং উহা ন্যায়বিচার পরিপন্থি হইবে। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য বলে আমি মনে করি।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ১৪/০৩/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ২৪/৫/২০২৩ ইং এস আর।